

টাইমলেস অ্যাডভাইস

মুহাম্মাদ ﷺ, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম,
ইবনুল জাওজিসহ বিখ্যাত কিছু মনীষীর নসিহা

মূল

বি বি আবদুল্লাহ

ভাষান্তর

রোকন উদ্দিন খান



গার্ডিয়ান

পা ব লি কে শ ন স

ভূমিকা

এ গ্রন্থে উল্লেখিত উপদেশগুলো আমি নিজের জন্য সংগ্রহ করেছিলাম এবং আমার হৃদয়ের ভেতর এগুলোকে বহন করে চলতাম। বছরের পর বছর ধরে এই বাণীগুলো আমাকে বিপুল শক্তি ও সাহস জুগিয়েছিল। একদিন ঠিক করলাম, অমূল্য এই রত্নসমূহকে একটি গ্রন্থে সংকলিত করব ইনশাআল্লাহ— যাতে মুসলিম উম্মাহ এই সকল জ্ঞানগর্ভ উক্তি থেকে উপকৃত হতে পারে। আমি তো কেবল আল্লাহর গোলাম মাত্র।

যে ব্যক্তি কল্যাণ কামনা করে, তাকে তার নিজের দায়িত্ব নিতে দেওয়া উচিত। আত্মোন্নয়নের প্রক্রিয়ায় দিন-রাত নিজেকে ভর্ৎসনা করার সুযোগ দেওয়া উচিত। তবে মনে রাখতে হবে, কুরআনের চাইতে উপকারী আর কিছু নেই। কারণ, কুরআন হলো আমাদের জন্য প্রেরণ করা আল্লাহর লিখিত প্রেমপত্র।

এই জগতে সুখের মূল চাবিকাঠি হলো চিত্তের সম্ভ্রুতি। চিত্তের সম্ভ্রুতির মাধ্যমে আমরা কৃতজ্ঞতার দরজায় প্রবেশের সুযোগ পাই। চিত্তের সম্ভ্রুতি আমাদের ধৈর্যশীল করে তোলে। আল্লাহর দিকে এক পা এগিয়ে দেয়; আমাদের হৃদয়-মনে সুখের আবেশ তৈরি করে। যেমনটি আল্লাহ বলেন—

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ
إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ-

‘বলো, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। এ দুনিয়ায় যারা ভালো কাজ করবে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আল্লাহর জমিন প্রশস্ত। আমি ধৈর্যশীলদের অপরিমিত পুরস্কার দিয়ে থাকি।’ সূরা জুমার : ১০

বি. বি. আবদুল্লাহ

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন—

‘শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)’ একবার আমাকে বলেন— “যদি কোনো রাখালের পোষা কুকুর তোমার দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে এবং আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হয়, তাহলে তুমি সেই কুকুরের সাথে লড়তে যেয়ো না; তুমি বরং কুকুরের মালিক রাখালের দিকে ফিরে যাও এবং তার সাহায্য চাও—যাতে তিনি তার পশুকে শেকলবন্দি করেন এবং তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।”^১

যখন কোনো মানুষ অভিশপ্ত শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়, আল্লাহ তখন তাকে সুরক্ষা দান করেন এবং শয়তানের ক্ষতি থেকে সেই ব্যক্তিকে নিরাপদে রাখেন।

আবু বকর সিদ্দিক রাঃ বলেছেন—

‘আমার ইচ্ছা হয়, আমি যদি কোনো মুমিন বান্দার মাথার একটি চুল হতাম!’^২

এখানে আবু বকর রাঃ-এর মধ্যে আল্লাহর ভয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে এবং আল্লাহকে খুশি করার জন্য তিনি সবকিছু করতে প্রস্তুত—এমন মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। তিনি প্রায়ই কাঁদতেন আর বলতেন—‘কাঁদো; যদি কাঁদতে না পারো, তাহলে কাঁদার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করো।’

এই পরিপ্রেক্ষিতে ইবনুল জাওজি (রহ.) বলতেন—

‘যখন তোমার হৃদয়ে আল্লাহর সত্যিকারের ভয় বাসা বাঁধবে, তখন সব ভালো জিনিস একে একে তোমার কাছে আসতে থাকবে।’^৩

^১ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) সম্পর্কে অনেকে বলেন—তাঁর চিন্তা-ভাবনা জঙ্গিবাদকে উৎসাহিত করে। হার্ভার্ড স্কলার সাহাব আহমেদ ও বেলজিয়ান স্কলার ইয়াহইয়া মিসোট ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর চিন্তা-ভাবনা নিয়ে গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, ইবনে তাইমিয়ার চিন্তাধারা খুবই বাস্তবধর্মী (সফিসটিকেটেড) ও ভারসাম্যপূর্ণ (ব্যালান্সড)। দেখুন : সাহাব আহমেদ ও ইউসুফ র‍্যাপোর্ট, ইবনে তাইমিয়া অ্যান্ড হিস টাইমস, করাচি : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৭; ইয়াহইয়া মিসোট, ইবনে তাইমিয়া : অ্যাগেইস্ট এন্ট্রিস্ট, বৈরুত : দারুল বুলাক, ২০১২

^২ ইবনুল কাইয়্যিম, ইনার ডাইমেনসনস অব দ্যা প্রেয়ার

^৩ ইবনুল কাইয়্যিম, ইনার ডাইমেনসনস অব দ্যা প্রেয়ার, ইমাম আহমদ সংকলন করেছেন।

^৪ ইকরাম হাওরামানি, দ্যা সেয়িংস অব ইবনুল জাওজি

হে আমার প্রভু! আপনি ছাড়া আমার পাশে আর কে আছে?

ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয়েছে—সুখের সময় কিংবা কষ্টের সময় যিনি আমাদের মনের যাবতীয় খবর রাখেন, তিনি হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। আল্লাহর কাছ থেকেই আসল সাহায্য আসে। আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভের চেষ্টার পরিণামেই কেবল আমরা সকল বিপদ ও কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাই।

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا- وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا-

‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য (সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার) কোনো না কোনো পথ বের করে দেবেন। আর তাকে রিজিক দেবেন এমন উৎস থেকে—যা সে ধারণাও করতে পারে না। আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।’ সূরা তালাক : ২-৩

এই কথাগুলো মনে করিয়ে দেয়, আল্লাহ ছাড়া আমাদের সাহায্যকারী আর কেউ নেই। আল্লাহর সাহায্য আমাদের নিকটেই অবস্থান করছে এবং মুমিনরা আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করবে। হতাশ হবেন না। আল্লাহ এমন কাউকে কখনো পরিত্যাগ করেন না, যে ব্যক্তি তাঁকে না দেখেই ভালোবাসে।

কল্পনা করে দেখুন, আপনি যাকে ভালোবাসেন, সে যদি দুঃখিত হয় বা হতাশ হয়, তাহলে আপনি তার জন্য কী করবেন। আল্লাহ আমাদের ভালোবাসেন এবং এ ভালোবাসা দুনিয়ার সমগ্র ভালোবাসার যোগফলের চাইতেও বেশি। কাজেই আমরা বিপদে পড়লে, দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে তিনি আমাদের সাহায্য করবেন না—এমনটি হতেই পারে না।

আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনকে দুনিয়ার কোনো সাহায্য ও সমর্থনের সাথে তুলনা করা চলে না। আল্লাহর জ্ঞান ও সময়ের সঠিকতা নির্বাচন আমাদের বোধের বহু উর্ধ্বে। তাই আমাদের দুআ মঞ্জুর হতে সময় লাগলে বা কষ্টের উপশম হতে দেরি হলে বুঝে নিতে হবে, এর মধ্যে আল্লাহর সুনির্দিষ্ট মহাপরিকল্পনা বিদ্যমান।

এ প্রসঙ্গে ইবনুল জাওজি (রহ.) বলেছেন—

‘যদি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা ও দুআ মঞ্জুর না হয়, তাহলে নিজের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দাও। সম্ভবত তোমার ক্ষমা প্রার্থনা সঠিকভাবে হয়নি, কাজেই মন থেকে অনুশোচনাসহ ক্ষমা প্রার্থনা করো। এবার তোমার মনের বাসনা কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহকে জানাও। আল্লাহর

কাছে বিরামহীন মিনতি করে যাও, ক্লান্ত হয়ো না। সম্ভবত তোমার দুআ মঞ্জুর হতে দেরি হওয়ার ভেতরেই কোনো কল্যাণ রয়েছে অথবা ওই দুআটি মঞ্জুর না হওয়াই তোমার জন্য কল্যাণকর।

দুআর মাধ্যমে তুমি হয়তো তোমার পুরস্কার জমা করছ এবং এর বিনিময়ে তোমার জন্য আল্লাহ সেই জিনিস বরাদ্দ করছেন, যা তোমাকে উপকৃত করবে। সম্ভবত তুমি যা চাও, তা না পাওয়াই তোমার জন্য ভালো এবং এর বদলে তোমাকে আল্লাহ এমন জিনিস দেবেন, যা তোমার কাক্ষিত জিনিসের চাইতেও উত্তম।’^৫

একজন মুমিনের জন্য সবচেয়ে আনন্দের সংবাদ হলো—আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট; তিনি শ্রেষ্ঠ সুরক্ষাদাতা।

08

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ -

‘তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।’

সূরা হাদিদ : ৪

আল্লাহর কথাগুলো মুমিনের হৃদয়কে প্রশান্ত করে দেয়। শীতল করে দেয় তাদের হৃদয়ও, যারা নিজের জীবনের ওপর কুরআনের প্রতিফলন ঘটায়। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন—এটি একজন মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড়ো পাওয়া। যে আল্লাহর কাছ থেকে বঞ্চিত, সে মূলত জগতের কল্যাণকর সবকিছু থেকেই বঞ্চিত। আল্লাহ যার পাশে আছেন, সে জগতের কল্যাণকর সবকিছুই পেয়ে গেছে। আমাদের সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান সীমাহীন। এটি জেনে আমাদের হৃদয় পুলকিত হয়, আনন্দের আবেশে আবিষ্ট হয়।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا
يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ -

‘তাঁর কাছেই রয়েছে অদৃশ্য জগতের চাবি। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে, তিনি তা জানেন। এমন একটা পাতাও পড়ে না, যা তিনি জানেন না। জমিনে গহিন অন্ধকারে কোনো শস্যদানা নেই, নেই কোনো ভেজা ও শুকনো জিনিস—যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লিখিত) নেই।’ সূরা আনআম : ৫৯

৫. ইকরাম হাওরামানি, দ্যা সেয়িংস অব ইবনুল জাওজি

আবু হুরায়রা রাঃ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন—

‘সম্পদের ঐশ্বর্য প্রকৃত ঐশ্বর্য নয়; বরং আত্মার ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য।’^৬

আত্মার ঐশ্বর্য লাভ করা যায় কেবল আল্লাহর ইবাদত ও রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সুন্যাহ অনুসরণের মাধ্যমে। কুরআনে বলা হয়েছে, একটি সৎকর্ম যেন একটি গাছের মতো—

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ - تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْآمِثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ-

‘তুমি কি দেখ না, কীভাবে আল্লাহ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন? উৎকৃষ্ট বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট গাছের ন্যায়, যার মূল সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত আর শাখা-প্রশাখা আকাশপানে বিস্তৃত। তার প্রতিপালকের হুকুমে তা সব সময় ফল দান করে। মানুষদের জন্য আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।’ সূরা ইবরাহিম : ২৪-২৫

উৎকৃষ্ট কথা হলো সাক্ষ্য দেওয়া—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এটি যেন এমন এক গাছ, যার শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। এর অর্থ হলো—মুমিনের হৃদয়ে গভীরভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ প্রোথিত থাকে।^৭

ইমাম আল শাফি (রহ.) বলেছেন—‘সকল মানুষ মৃত। তারা ছাড়া, যাদের জ্ঞান রয়েছে এবং যারা জ্ঞানী। তাদের সকলে ঘুমন্ত—তারা ছাড়া, যারা সৎকর্ম করে। সকল সৎকর্মকারী প্রতারিত—তারা ছাড়া, যারা আন্তরিক। আর যারা আন্তরিক, তারা সব সময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে।’

^৬. মুসলিম : ১০৫১

^৭. ইবনে কাসির

সুফিয়ান আল সাওরি (রহ.)-এর মা তাঁর ছেলেকে বলতেন—

‘হে আমার পুত্র! কোনো জ্ঞান আহরণ করতে চেয়ো না, যতক্ষণ না সেই জ্ঞানের ওপর তুমি আমল করার সংকল্প করবে; অন্যথায় বিচার দিবসে এটি তোমার জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে।’^৮

আল্লাহ আমাদের কর্মে আন্তরিকতা দান করুন এবং অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন।

৩২

হাসান আল বসরি (রহ.) বলেছেন—

‘তুমি তোমার নামাজকে যতখানি ঠিক করবে, তোমার জীবন ততখানি ঠিক হবে। তুমি যদি এই নিয়ে পেরেশানিতে থাকো— তোমার রিজিক, বিয়ে, চাকরি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সমস্যার সমাধানে কেন দেরি হচ্ছে? তাহলে তোমার নামাজের দিকে তাকাও। নামাজে তুমি দেরি করছ না তো?’

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন—

‘তুমি নামাজে তোমার শরীর নিয়ে দাঁড়াচ্ছ, তোমার মুখ কিবলার দিকে ফেরানো, কিন্তু তোমার হৃদয় ফেরানো অন্য কোনো জায়গায়। তোমার জন্য আফসোস! জান্নাতের বিনিময় পাওয়ার ক্ষেত্রে তোমার নামাজের মূল্য একটি কড়ির মূল্যেরও সমান নয়। এই নামাজ দিয়ে তুমি কী করে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করবে?’^৯

৩৩

‘আঙুল দিয়ে নদীর পানি টানা বন্ধ করুন। কেননা, নদী আপনার ভাগ্যের মতোই আপন শ্রোতে বহমান।’

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَالِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ-

‘সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর দিকে।’ সূরা লোকমান : ২২

হাসান আল বসরি (রহ.)-কে কোনো এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল—‘আপনার ধার্মিকতার গোপন রহস্য কী?’

তিনি জবাবে বলেছিলেন—‘আমি চারটি জিনিস বুঝে নিয়েছি—

^৮ আবদুল আজিজ সাইয়িদুল আহাল, আল ইমামুল আওজায়ি ফকিহ আহলিশ শাম

^৯ তারিখুল হিজরাতাইন : ১/১৬৮-১৬৯

১. আমি বুঝে নিয়েছি, আমার রিজিক আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এবং কেউ তা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ফলে আমার হৃদয় প্রশান্ত হয়ে গেছে।

২. আমি বুঝে নিয়েছি, আমার ইবাদত অন্য কেউ করে দিতে পারবে না। ফলে আমি নিজেই তা করা শুরু করে দিয়েছি।

৩. আমি বুঝে নিয়েছি, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। কাজেই আমি কোনো পাপ করতে লজ্জাবোধ করি।

আমি বুঝে নিয়েছি, আমার জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করছে। তাই আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেছি।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে এমন বুঝ দান করুন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন।

৩৪

এক জ্ঞানী লোক বলেছিলেন—‘তোমার কীসের চিন্তা? অন্ধকার গর্তের ভেতর প্রতিটি পিপড়ার জন্য এবং সমুদ্রের গভীর অতলের প্রতিটি মাছের জন্য তিনিই রিজিক জোগান। কী করে তুমি ভাবো, তিনি তোমাকে ভুলে গেছেন?’

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا-

‘যুবকরা যখন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করল, তখন তারা বলল—“হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার নিকট হতে আমাদের রহমত দান করুন আর আমাদের ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করুন।”’ সূরা কাহফ : ১০

এই দুআর মাধ্যমে আল্লাহর ওপর নির্ভরতার উদাহরণ ফুটে উঠেছে। ওই তরুণরা আল্লাহর ওপর দৃঢ়ভাবে ভরসা করেছিল। তার বিনিময়ে আল্লাহ তাঁদের ৩০৯ বছর ধরে সুরক্ষা দান করেছিলেন।

ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—

‘কোনো একসময় আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর পেছনে ছিলাম। তিনি বললেন—“হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি—তুমি আল্লাহ তায়ালা র বিধিনিষেধ রক্ষা করবে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ তায়ালা র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ রাখবে, তাহলে আল্লাহ তায়ালাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তায়ালা র নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ তায়ালা র নিকটেই করো। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মতও তোমার কোনো উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়—তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকল উম্মত তোমার কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়—তাহলে ততটুকু ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহ শুকিয়ে গেছে।”^{১০}

ইবনুল জাওজি (রহ.) বলেছেন—

‘কাজেই মুসা রাঃ-এর মতো হও এবং তোমার আত্মশৃঙ্খলা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করো না, যতক্ষণ না তুমি দুই সাগরের মিলনস্থলে পৌঁছাও। ধৈর্যের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকো (সারা রাত ধরে নামাজ পড়ো); এমনকী যদি দাঁড়িয়ে থাকা খুব বেশি ক্লান্তিকর হয় তবুও। কেননা, বসে থাকার চাইতে এটি উত্তম। হে মানুষ! (যে সারা রাত ধরে ঘুমিয়ে চলেছে) তোমার সঙ্গী ইতোমধ্যে তোমাকে পরিত্যাগ করেছে, তোমার বৃদ্ধকাল তোমার ওপর আপতিত হয়েছে; অথচ তোমার ঘুম ভাঙছে না।”^{১১}

^{১০}. তিরমিজি : ২৫১৬, হাসান হাদিস

^{১১}. কিতাবুল লাতায়িফ ফিল ওয়াজ

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ-

‘যে মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করবে—(পুরুষ হোক বা নারী), আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত, তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদের উত্তম প্রতিদান দেবো।’

সূরা নাহল : ৯৭

ইবনুল জাওজি (রহ.) বলেছেন—

‘আপনারা নবি ইউনুস عليه السلام-এর ঘটনা জেনেছেন, তাঁর অতীতের সৎকর্মগুলোর কারণে আল্লাহ তাঁকে বিপদ থেকে মুক্তিদান করেছেন।’^{১২}

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ- لَلَكِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ-

‘আর যদি সে (আল্লাহর) তাসবিহ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতো, তাহলে নিশ্চয় তাঁকে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতে হতো।’ সূরা সাফফাত : ১৪৩-১৪৪

ইবনুল জাওজি (রহ.) বলেছেন—

‘দুনিয়ার সবচাইতে মূল্যবান বস্তু হলো আল্লাহকে চিনতে পারা।’^{১৩}

আল্লাহকে জানার মানে হলো—তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা জানা, তাঁর কথা, কাজ ও বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা। এগুলো আমাদের ইবাদত এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরতাকে সংশোধন করে দেয়।

একজন কবি^{১৪} বলেছেন—

^{১২}. ডিসিপ্লিনিং দ্যা সউল

^{১৩}. ক্যাপচার্ড থটস

‘আমি কাজুবাদামের গাছে বললাম,
“বন্ধু, আমাকে আল্লাহর কথা বলো”
এবং কাজুবাদামের গাছে ফুল ফুটল।’

এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন—‘এমনভাবে জীবনযাপন করবে, যাতে যারা তোমাকে চেনে; কিন্তু আল্লাহকে চেনে না, তারা আল্লাহকে চিনতে পারবে। কারণ, তারা তোমাকে চেনে।’

৫৫

ইবনুল জাওজি (রহ.) বলেছেন—

‘সর্বদা সেই জিনিসের জন্য চেষ্টা-সাধনা করো, যা তোমার জন্য কল্যাণকর। আল্লাহর সাহায্য চাও, হতাশ হয়ো না। যদি কোনো কিছু তোমাকে পথভ্রষ্ট করে, তাহলে বলো না—“যদি আমি এই এই করতাম, তাহলে এই এই ঘটত” বরং তোমার বলা উচিত—“আল্লাহ এটি এভাবেই লিখে রেখেছিলেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই সংঘটিত হয়।” “যদি” শব্দটি শয়তানের দরজা খুলে দেয়।’^{১৫}

৫৬

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন—

‘আল্লাহর ইহসানের প্রকৃতি হলো তিনি তাঁর বান্দাকে মেরামতের মিষ্টতার স্বাদ অনুভব করানোর পূর্বে ভেঙে পড়ার তিক্ত স্বাদ আশ্বাদন করান। কাজেই তিনি তাঁর বিশ্বাসী বান্দাকে মেরামত না করে কখনো ভাঙেন না। তিনি বান্দাকে কিছু দান করা ছাড়া তার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন না। এবং তিনি উপশম না দিয়ে কাউকে পরীক্ষা করেন না।’^{১৬}

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -

‘নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি রয়েছে।’ সূরা ইনশিরাহ : ৫-৬

^{১৫}. নিকস কাজানটজাকিস

^{১৫}. ইবনুল জাওজি, ডিসিপ্রিনিং দ্যা সউল

^{১৬}. ইবনুল কাইয়্যিম : মুখতাসারুস সাওয়াইকিল মুরসালা আল্লাল জাহমিয়াতি ওয়াল মুয়াত্তালাতি

‘মানুষের সাথে তেমন আচরণ করো, বিচার দিবসে আল্লাহর কাছ থেকে তুমি যেমন আচরণ আশা করো।’^{১৭}

এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন—‘হে আল্লাহ! আমি হয়তো আপনার জাহান্নামের শাস্তি সহ্য করতে পারব, কিন্তু আমি কী করে আপনার সাথে বিচ্ছেদের ব্যথা সহ্য করব!’

‘আমাদের ধর্মের সুন্দরতম দিক হলো—আমাদের পুরস্কার নির্ভর করবে আমাদের আন্তরিক চেষ্টার ওপর; ফলাফল অর্জনের ওপর নয়।’^{১৮}

উমর ইবনে খাত্তাব রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন—

‘কাজের বিচার হবে তার সংকল্প অনুযায়ী এবং কোনো ব্যক্তি যা সংকল্প করে—সেটাই সে পাবে।’^{১৯}

সুখের গূঢ় রহস্য হলো—আপনি যা কিছু পেয়েছেন, তার জন্য সব সময় কৃতজ্ঞ থাকা। প্রতিনিয়ত আল্লাহকে ধন্যবাদ দিন। যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আপনাকে সবচাইতে ভালো বোঝেন। দুশ্চিন্তা করবেন না। আল্লাহ আপনার সব নিবেদন মঞ্জুর করবেন। তিনি জানেন—কোন জিনিসটি আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো, কোন স্থানটি আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো এবং আপনার প্রার্থনা মঞ্জুরের জন্য কোন সময়টি সবচেয়ে ভালো। সুখের মূল চাবিকাঠি হলো—সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকা এবং যা কিছু আল্লাহ আপনার জন্য নির্ধারণ করেছেন, তা-ই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা।

‘যখন আপনি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন আর ভাবছেন, আল্লাহ কোথায়? তখন খেয়াল করুন—পরীক্ষার সময় শিক্ষক সাধারণত নীরব থাকেন।’^{২০}

^{১৭} ইয়াসমিন মগাহেদ

^{১৮} ইয়াসির ক্বাদি

^{১৯} আবু দাউদ : ২২০১, সহিহ হাদিস

^{২০} নোমান আলি খান

উমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ বলেছেন—

‘আমার দুআ মঞ্জুর হবে কি না, তা নিয়ে আমি চিন্তিত নই। আমি চিন্তিত এই নিয়ে যে, আমি দুআ করতে সক্ষম হব কি না। কাজেই আল্লাহ যদি আমাকে দুআ করার সুযোগ দেন, তাহলে (আমি জানি) এর জবাব আসবেই।’^{২১}

কয়েকটি রিমাইন্ডার—

১. তোমার ওপর আপতিত পরীক্ষা বহন করার মতো যথেষ্ট সামর্থ্য তোমার রয়েছে; নইলে আল্লাহ তোমার ওপর এ পরীক্ষা দিতেন না।
২. আল্লাহ তোমাকে ততটা ভালোবাসেন, যতটা দুনিয়ার কেউ তোমাকে ভালোবাসে না; এমনকী তুমি নিজেও তোমাকে এতটা ভালোবাসো না।
৩. হতে পারে তোমার বেদনা তোমার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ মাত্র, যা কেবল তিনিই জানেন এবং তোমাকে অবশ্যই তাঁর ওপর নির্ভর করতে হবে।
৪. আল্লাহর কাছে নিজের ব্যথার উপশমের প্রার্থনা করো, কিন্তু তাঁকে অভিযুক্ত করো না।
৫. তোমার দুআ আল্লাহর কাছে খুব প্রিয়।

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন—

‘আমার সবকিছুর মালিক আমার আত্মা; অথচ আত্মাই একদিন এ জগৎ ছেড়ে চলে যাবে। কাজেই আমার কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে আমি কেন কাঁদব?’^{২২}

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ-

‘তাঁর মুখমণ্ডল ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল।’ সূরা কাসাস : ৮৮

^{২১}. আল আওয়াইশাহ, পৃষ্ঠা : ১১৭

^{২২}. আইদ আল কারনি, ডোট বি স্যাড

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا -

‘জমিনের ওপর যা কিছু আছে, আমি সেগুলোকে তার শোভা-সৌন্দর্য করেছি, যাতে আমি মানুষকে পরীক্ষা করতে পারি যে, আমলের ক্ষেত্রে কারা উত্তম।’ সূরা কাহফ : ৭

১০৪

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর উপদেশ

‘তোমার বন্ধু কখনো তোমার সংগ্রাম শেষার করবে না। তোমার প্রেমিক (বা প্রেমিকা) কখনো তোমার শারীরিক ব্যথা দূর করতে পারবে না। তোমার কাছের মানুষ তোমার হয়ে রাত্রি জাগরণ করবে না। কাজেই নিজের দেখাশোনা নিজেই করো, নিজেকে সুরক্ষা দাও, নিজের পরিচর্যা করো এবং জীবনের ঘটনাসমূহের ততটা মূল্য দিয়ো না, যতটা মূল্য সেগুলোর নেই।

নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ—যখন তুমি ভেঙে পড়বে, তখন কেউ তোমাকে সুস্থ করতে পারবে না, তুমি ছাড়া। যখন তুমি পরাজিত হবে, তখন কেউ তোমাকে বিজয় দিতে পারবে না তোমার সংকল্প ছাড়া। তোমার উঠে দাঁড়ানোর সক্ষমতা ও নিজেকে চালিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা তৈরি তোমারই দায়িত্ব।

অপরের চোখ দিয়ে তোমার নিজের মূল্যায়ন করো না। তোমার নিজের মূল্য খুঁজে নাও তোমার চেতনা দিয়ে। তোমার চেতনা যদি শান্তিতে থাকে, তাহলে তুমি চূড়ায় উঠতে পারবে। আর তুমি যদি সত্যি নিজেকে চিনতে পারো, তাহলে তোমার সম্পর্কে যা-ই বলা হোক না কেন—তা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।

জীবনের দুশ্চিন্তাকে বহন করে বেড়িয়ে না। কারণ, এগুলো তো আল্লাহরই জন্য। রিজিকের জন্য পেরেশান হয়ো না। কারণ, রিজিক তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগ বহন করে বেড়িয়ে না। কারণ, ভবিষ্যৎ আল্লাহরই হাতে। কেবল একটি জিনিসই বহন করে চলবে—কীভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায়। কারণ, তুমি যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে সন্তুষ্ট করবেন, তোমার মনের আশা পূরণ করবেন এবং তোমাকে সমৃদ্ধশালী করবেন।

দুনিয়ার কোনো জিনিসের জন্য কেঁদো না। শুধু বলো—“হে আল্লাহ! আমাকে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ দান করুন।” সিজদা করলে দুঃখবোধ দূর হয়। আন্তরিকভাবে দুআ করলে সুখ পাওয়া যায়। আল্লাহ তোমার সৎকর্মগুলোকে ভুলে যান না। তুমি অন্যের প্রতি যে কল্যাণ করেছ এবং অন্যদের যে সমস্ত কষ্ট দূর করেছ, তা-ও আল্লাহ ভুলে যান না। তিনি সেই চোখগুলোকে ভুলে যান না—যা প্রায় কাঁদতে বসেছিল, কিন্তু তুমি তাদের চোখে হাসি ফুটিয়েছিলে।

অপরের কল্যাণ করো—এই নীতিমালা দিয়ে জীবনযাপন করো; এমনকী তুমি যদি কল্যাণপ্রাপ্ত না-ও হও তবুও। মনে রাখবে, তুমি তাদের জন্য কল্যাণ করছ না; বরং এজন্য করছ, যারা সৎকর্ম করে, তাদের আল্লাহ ভালোবাসেন।’

১০৫

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

‘বিপদ যত তীব্র হবে, প্রতিদানও সে রকম বড়ো হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতিকে ভালোবাসলে তাদের পরীক্ষা করেন। যে কেউ তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যে কেউ তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি।’^{২৩}

১০৬

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার দশটি উপায়ের কথা বলেছেন^{২৪}—

১. অর্থ বুঝে বুঝে কুরআন পাঠ করা।
 ২. ফরজ ইবাদতের পর কিছু নফল ইবাদত করা। নফল ইবাদত আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য খুবই সহায়ক।
 ৩. সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহকে স্মরণ করা।
 ৪. নিজের পছন্দের ওপরে আল্লাহর পছন্দকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
 ৫. আল্লাহর নাম ও গুণাবলিকে নিজের হৃদয়ে ধারণ করা।
 ৬. নিজের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।
 ৭. আল্লাহর ইবাদতের জন্য আপন হৃদয়কে কোমল করা।
 ৮. রাতের শেষ তৃতীয়াংশে একাকী আল্লাহর ইবাদত করা।
 ৯. তাদের সাথে উঠাবসা করা, যারা আল্লাহকে ভালোবাসে।
- আল্লাহর স্মরণ থেকে যা কিছু বাধা দেয়, তা থেকে দূরে থাকা।

^{২৩}. তিরমিজি : ২৩৯৬, ইবনে মাজাহ : ৪০৩১

^{২৪}. মাদারিজুস সালিকিন